তৈরী পোশাক শিল্প শ্রমিকদের জন্য এইচআইভি/এইডস্ বিষয়ক জীবন দক্ষতা শিক্ষা ঃ কর্মক্ষেত্র নীতি

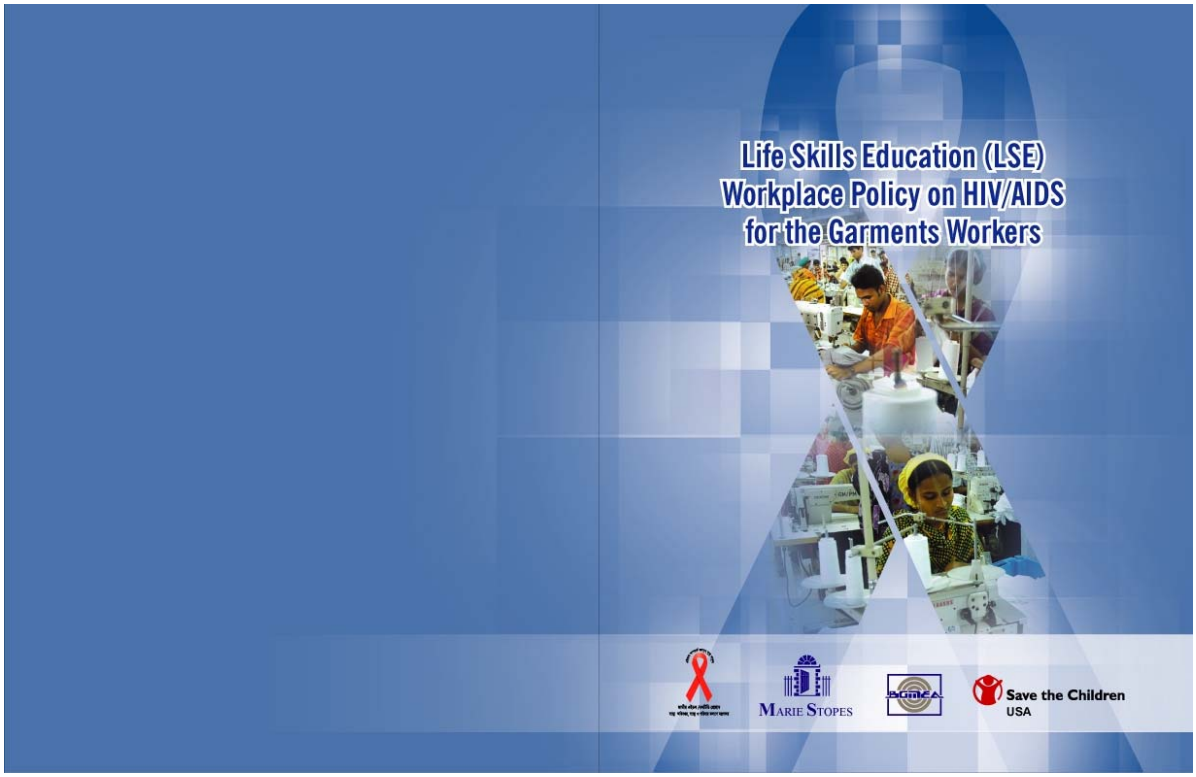

সহযোগিতা

বিজিএমইএ

শরফুদ্দিন আহমেদ শরীফ, চেয়ারম্যান, স্ট্যান্ডিং কমিটি অন হেল্‌থ কেয়ার এন্ড ফ্যামিলি প্ল্যানিং
প্রবীর কান্তি দাশ, অতিরিক্ত সচিব (এসএসডি)

পপুলেশন কাউন্সিল

ড. ওবায়দুর রব, কান্ট্রী ডিরেক্টর
ডা. শরীফ মো: ইসমাইল হোসেন, সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার
খন্দকার আবু জাফর মো: ছালেহ্, এসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রাম অফিসার

মেরী স্টোপস ক্লিনিক সোসাইটি

ডা. ইয়াসমিন এইচ. আহমেদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রাক্তন)
মাসরুরুল ইসলাম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
শাহিদ হোসাইন, মহা ব্যবস্থাপক
অভীক রহমান, ব্যবস্থাপক- এডভোকেসী
তানজীনা আহমেদ, ব্যবস্থাপক- প্রশিক্ষণ
শাহরিন হক, কমিউনিকেশন অফিসার
মুনাজ্বির আহমদ, প্রোগ্রাম অফিসার- এডভোকেসী
আতিয়ার রহমান, প্রোগ্রাম অফিসার- এডভোকেসী

কনসালট্যান্ট

সাহাব এনাম খান, সহকারী অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, জাহাঙ্গিরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

কৃতজ্ঞতা

আমরা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব এ এম এম নাছির উদ্দিন এবং প্রাক্তন সচিব জনাব এ কে এম জাফর উল্লাহ খানকে ধন্যবাদের সাথে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আনন্দের সাথে আরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যক্ষ মোহাম্মদ ফয়েজ, এনএএসপি'র লাইন ডিরেক্টর ডা. মো. ইসহাক খান এবং এনএএসপি'র প্রাক্তন লাইন ডিরেক্টর ডা. মোস্তফা আনোয়ারের প্রতি।

আমরা অত্যন্ত ঋণী বিজিএমইএ'র প্রেসিডেন্ট জনাব আনোয়ার-উল-আলম চৌধুরী (পারভেজ), বিজিএমইএ'র ১ম সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ আব্দুচ ছালাম এবং ২য় সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম এর কাছে তাদের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগীতার জন্য। বিজিএমইএ'র সহ-সভাপতি জনাব মোঃ হারুন অর রশীদ এবং সহ-সভাপতি (ফিনান্স) জনাব মাহমুদ হাসান খান (বাবু) কে ধন্যবাদ জানাই তাদের সহযোগীতার জন্য।

আমরা ধন্যবাদ জানাই বিজিএমইএ'র পরিচালক (স্বাস্থ্য) জনাব এম. এ. রহিম (ফিরোজ) এবং পরিচালক (কমপ্লায়েন্স) জনাব ইনামুল হক খান (বাবলু) কে যারা আমাদের কাজকে পূর্ণ সমর্থন প্রদানের জন্য। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ বিজিএমইএ'র মহাসচিব জনাব মোঃ ফসিহুর রহমান এর প্রতি।

আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সেভ দ্য চিলড্রেন- ইউএসএ'র এইচআইভি/এইডস সেক্টরের পরিচালক ও দক্ষিণ এশীয় কর্মসূচী পরামর্শক ডা. নিজাম উদ্দিন আহমেদ এবং এইচআইভি/এইডস সেক্টরের প্রোগ্রাম ম্যানেজার ডা. কাজী বেলায়েত আলীর প্রতি।

আমরা আরও ধন্যবাদ জানাই গার্মেন্টসগুলোর সকল পরিচালককে যারা বিভিন্ন কর্মশালায় উপস্থিত হয়ে তাদের মুল্যবান মতামত ব্যক্ত করেছেন। সবশেষে ধন্যবাদ জানাতে চাই গার্মেন্টসগুলোর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, কমপ্লায়েন্স অফিসার, সুপারভাইজার ও গার্মেন্টস কর্মীদেরকে, যাদের ঐকান্তিক আগ্রহ ও মূল্যবান মতামত এ নীতিমালা প্রণয়নে আমাদের সহযোগিতা করেছে।

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

১.১ পূর্বসূত্র ঃ বাস্তবতা উপলব্ধি
১.২ তৈরী পোশাক শিল্প ক্ষেত্রের উপর প্রভাব ঃ বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ
১.৩ এইচআইভি/এইডস্ প্রতিরোধ ঃ নীতির উদ্দেশ্য

দ্বিতীয় অধ্যায়

২.১ এইচআইভি/এইডস্ প্রতিরোধ ঃ প্রধান উপাদানসমূহ
২.২ সময়কাঠামো ঃ নীতি বাস্তবায়নের জন্য সময়সীমা
২.৩ এইচআইভি/এইডস্ প্রতিরোধ ঃ পরিচালনা নীতি
২.৪ এইচআইভি/এইডস্ প্রতিরোধ ঃ প্রধান হস্তক্ষেপসমূহ

তৃতীয় অধ্যায়

৩.১ প্রাতিষ্ঠানিক হস্তক্ষেপ
৩.২ বাংলাদেশ সরকারের ভূমিকা
৩.৩ বিজিএমইএ-র ভূমিকা
৩.৪ তৈরী পোশাক শিল্প কারখানার ভূমিকা
৩.৫ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীদের ভূমিকা
৩.৬ গণমাধ্যমের ভূমিকা

চতুর্থ অধ্যায়

৪.১ স্বতস্ফূর্ত কর্মক্ষেত্র তৈরী
৪.২ এইচআইভি/এইডস্ প্রতিরোধে কর্মক্ষেত্র নীতি তৈরী
৩.৭ বিজিএমইএ -এর হস্তক্ষেপ

প্রাককথন

পার্শ্ববর্তী দেশগুলো অথবা আফ্রিকার মহামারীর তুলনায় নগন্য হলেও এইচআইভি/এইডস্ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসেবে বাংলাদেশ একটি বিপদজনক অবস্থানে রয়েছে। বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ যেমন- বিবাহ পূর্ব এবং বিবাহোত্তর অবৈধ যৌনকর্ম, কনডমের স্বল্প ব্যবহার, এইচআইভি সম্পর্কিত সীমিত জ্ঞান, একই সূঁচ ও সিরিঞ্জের মাধ্যমে মাদকদ্রব্য গ্রহণ, যৌনকর্মীদের মাঝে এসটিআই'র উচ্চ হার প্রভৃতি বাংলাদেশে বিদ্যমান। তদুপরি, বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে এইচআইভি/এইডস্ এর প্রকোপ অনেক বেশী। এসব কারণে এইচআইভি/এইডস্ বৃদ্ধি পাওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ একটি ঝুঁকিপূর্ণ দেশ।

এ ধরণের ঝুঁকি বাংলাদেশে তৈরী পোশাক শিল্প ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তৈরী পোশাক শিল্প বাংলাদেশে অন্যতম দ্রুত অগ্রশীল একটি ক্ষেত্র যেখানে বহুসংখ্যক যুব জনগোষ্ঠী চাকুরীরত আছে, যাদের বয়স ১৯-২৪ বছর। সমীক্ষায় দেখা গেছে, আর্থ সামাজিক অবস্থায় দরিদ্র গ্রাম থেকে শহরে আসা অধিকাংশ কর্মী এসটিআই এবং এইচআইভি/এইডস্ সম্পর্কে খুবই স্বল্প ধারণা পোষন করে। এইচআইভি/এইডস্ বৃদ্ধির বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ তাদের মাঝেও বিদ্যমান।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, খুবই সীমিত আকারে শুরু হলেও বর্তমানে বাংলাদেশের মোট রপ্তানী আয়ের মধ্যে ৭৫.৬৪% আসছে তৈরী পোশাক শিল্প খাত থেকে। প্রায় ২৪ লক্ষ কর্মী ৪৪৯০টি তৈরী পোশাক শিল্প কোম্পানীতে চাকুরী করছে। এ প্রেক্ষিতে, তৈরী পোশাক শিল্পের যুবকর্মীদের আচরণগত ঝুঁকি যদি এখনই পরিবর্তন করা না যায়, তাহলে যে কোন ব্যবসায়িক ক্ষেত্র থেকে পোশাক শিল্পের উপর এইচআইভি/এইডস্ এর প্রভাব বৃহৎ আকার ধারণ করবে। যার ফলশ্রুতিতে তৈরী পোশাক শিল্পকে অনেক মূল্য দিতে হতে পারে।

বাংলাদেশে এইচআইভি/এইডস্ এর প্রকোপ অল্প পরিমাণ হলেও দরিদ্র ও অভিবাসিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে এটি ধীরে ধীরে বাড়ছে। এ পরিস্থিতিতে তৈরী পোশাক শিল্পে এইচআইভি/এইডস্ প্রতিরোধের জন্য জীবন দক্ষতা শিক্ষা একটি কার্যকর ও যথাযথ পদক্ষেপ হতে পারে। এ লক্ষ্যেই তৈরী পোশাক শিল্প শ্রমিকদের জন্য এইচআইভি/এইডস্ বিষয়ক জীবন দক্ষতা শিক্ষার কর্মক্ষেত্র নীতি তৈরী করা হয়েছে। বিভিন্ন গোষ্ঠী যেমন- সরকার, বিজিএমইএ, কারখানাসমূহ, গণমাধ্যম, এনজিও ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সমন্বয়ে এই নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে তৈরী পোশাক শিল্পে এইচআইভি/এইডস্ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে সাফল্য আসতে পারে।

উল্লেখ্য যে, গ্লোবাল ফান্ড এর আর্থিক সহায়তায় স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয় জাতীয় এইডস/এসটিডি প্রোগ্রামের মাধ্যমে এবং সেভ দ্য চিলড্রেন (ইউএসএ) এর ব্যবস্থাপনায় মেরী স্টোপস ও বিজিএমইএ তৈরী পোশাক শিল্প শ্রমিকদের জন্য এইচআইভি/এইডস্ বিষয়ক জীবন দক্ষতা শিক্ষার এ কর্মক্ষেত্র নীতি তৈরী করেছে।

প্রথম অধ্যায়

১.১ পূর্বসূত্র ঃ বাস্তবতা উপলব্ধি

এইচআইভি/এইডস্ ১৯৮৯ সালে প্রথম সনাক্ত হওয়া থেকে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ একটি স্বল্প বিস্তার সম্পন্ন এইচআইভি/এইডস্ আক্রান্ত দেশ হিসেবে পরিচিত। এ পর্যন্ত মাত্র ১২০৭ জন এইচআইভি আক্রান্ত রোগী সনাক্ত হয়েছে। তাদের মধ্যে ১২৩ জন মারা গেছেন। তবে পার্শ্ববর্তী দেশগুলো অথবা আফ্রিকার মহামারীর তুলনায় এ সংখ্যা খুবই নগন্য। যদিও ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসেবে বাংলাদেশ একটি বিপদজনক অবস্থানে রয়েছে। বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ যেমন- বিবাহ পূর্ব এবং বিবাহোত্তর অবৈধ যৌনকর্ম, কনডমের স্বল্প ব্যবহার, এইচআইভি সম্পর্কিত সীমিত জ্ঞান, একই সূঁচ ও সিরিঞ্জের মাধ্যমে মাদকদ্রব্য গ্রহণ, যৌনকর্মীদের মাঝে এসটিআই'র উচ্চ হার প্রভৃতি বাংলাদেশে বিদ্যমান। এ ঝুঁকিগুলো এখনই যদি রোধ না করা যায়, সেক্ষেত্রে এটি মহামারি আকার ধারণ করতে পারে। তদুপরি, বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে এইচআইভি/এইডস্ এর প্রকোপ অনেক বেশী। এসব কারণে এইচআইভি/এইডস্ বৃদ্ধি পাওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ একটি ঝুঁকিপূর্ণ দেশ।

বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, বাংলাদেশে যুব সমাজের মধ্যে বিবাহপূর্ব যৌনকর্মে লিপ্ততা, মাদক গ্রহণ এবং পতিতালয়ে গমন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশে যুব সমাজের উপর এইচআইভি/এইডস্ সংক্রান্ত জিএফএটিএম-এর একটি বেইজলাইন জরিপে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে ঃ

- প্রায় ২২% অবিবাহিত পুরুষ এবং ২% অবিবাহিত মহিলা বিবাহ পূর্ব শারীরিক সম্পর্ক করেছে; এক্ষেত্রে সমসাথী এবং যৌনকর্মীগণ সবচেয়ে বেশী যৌনসঙ্গী হিসেবে কাজ করেছে;
- মাত্র ৩৫% যৌনকর্মী বলেছে যে, সর্বশেষ যৌন কর্মে তারা কনডম ব্যবহার করেছে;
- প্রায় ৮৫% যুব পুরুষ এবং যুব মহিলা এইচআইভি/এইডস্ এর কথা শুনলেও মাত্র ২২% এইচআইভি/এইডস্ এর কারন ও তা প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে জানেন;
- কাশি এবং হাঁচির মাধ্যমে এইচআইভি/এইডস্ ছড়ায় এ ধরণের ভ্রান্ত ধারনা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক যুব পুরুষ এবং যুব মহিলা ব্যক্ত করেছেন;
- এসটিআই (যৌন রোগের কারনে সংক্রমন) সম্পর্কে ৫০% এর বেশী যুব পুরুষ এবং ৭৫% যুব মহিলা কখনোই শুনেননি।

এ ধরণের চিত্র বাংলাদেশে তৈরী পোশাক শিল্প কর্মীদের মাঝে গভীরভাবে লক্ষণীয়। তৈরী পোশাক শিল্প বাংলাদেশে অন্যতম দ্রুত অগ্রশীল একটি ক্ষেত্র যেখানে বহুসংখ্যক যুব জনগোষ্ঠী চাকুরীরত আছে, যাদের বয়স ১৯-২৪ বছর। প্রায় ২৪ লক্ষ কর্মী এ শিল্পে কাজ করছে। বাংলাদেশের মোট রপ্তানী আয়ের মধ্যে ৭৫.৬৪% তৈরী পোশাক শিল্প। এ শিল্পের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো বিদ্যমানঃ

- গড়পড়তা বয়স পুরুষ কর্মীদের ক্ষেত্রে ২৪ বছর এবং মহিলা কর্মীদের ক্ষেত্রে ১৯ বছর;
- অধিকাংশ কর্মীই গ্রাম থেকে শহরে এসে বসবাস করছে;
- আর্থ সামাজিক অবস্থায় তারা দরিদ্র;
- নিজেকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য, নিরাপদ শারীরিক সম্পর্ক, এসটিআই এবং এইচআইভি/এইডস্ সম্পর্কে খুবই স্বল্প ধারণা;

১.২ তৈরী পোশাক শিল্প ক্ষেত্রের উপর প্রভাব ঃ বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ

তৈরী পোশাক শিল্পের যুবকর্মীদের আচরণগত এ প্রবণতা যদি এখনই পরিবর্তন করা না যায়, তাহলে যে কোন ব্যবসায়িক ক্ষেত্র থেকে পোশাক শিল্পের উপর এইচআইভি/এইডস্ এর প্রভাব বৃহৎ আকার ধারণ করবে। যার ফলশ্রুতিতে তৈরী পোশাক শিল্পকে অনেক মূল্য দিতে হতে পারে। যেমনঃ

- **কারখানায় শ্রমিকের মূল্যের প্রভাব ঃ**

এসটিআই এর উচ্চ ব্যপকতা এবং এইচআইভি/এইডস্ এর দ্রুত বিস্তারের মাধ্যমে আকস্মিক হুমকির ফলে শ্রমিকের মূল্য উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে। এক্ষেত্রে কারখানাগুলোর পক্ষ থেকে কর্মীদেরকে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় সুবিধাদি প্রদান করা হলে তা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

- **এইচআইভি/এইডস্ উৎপাদন ব্যহত করে ঃ**

এইচআইভি/এইডস্ এর কারনে জনশক্তির অসুস্থতা এবং গড়হাজিরতা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে। ফলে তা ব্যবসার উৎপাদন মূল্য হ্রাস করবে। যে সকল কারণ কর্মীদের উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস করে সে সকল কারণ শারিরীক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটায়।

- **এইচআইভি/এইডস্ বাজারের ক্ষতি করে ঃ**

শ্রমিক মূল্য বৃদ্ধির কারণে এবং উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার কারণে কারখানাগুলো সুনাম এবং আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। পরিণামে এটি পোশাক শিল্পকে আন্তর্জাতিক মানদন্ড সাপেক্ষে বাজারে ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে।

- **বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রভাব ঃ**

বিশ্বায়নের যুগে এইচআইভি/এইডস্ ব্যবসা এবং বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিতে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। বিশ্বব্যাপী চালিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ শ্রমিক মূল্য যে সব দেশে বেশী এবং শ্রমিকগণ এইচআইভি/এইডস্ আক্রান্ত, সে সব দেশে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হবে না।

- **অদৃশ্য মূল্য ঃ**

অদৃশ্য মূল্য যেমন মূল্যবোধ কমে যাওয়া এবং প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানের ক্ষতি পরিমাপ করা দুরহ হওয়ায় এটি উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস করবে এবং বাংলাদেশের সমগ্র অর্থনীতিতে একটি উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়বে। কর্মীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়া, দক্ষতার ক্ষতি এবং মূল্যবোধ কমে গেলে প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি হবে।

১.৩ এইচআইভি/এইডস্ প্রতিরোধ ঃ নীতির উদ্দেশ্য

এইচআইভি/এইডস্ প্রকোপ অল্প পরিমাণ হলেও দরিদ্র ও অভিবাসিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে এটি ধীরে ধীরে বাড়ছে। এ পরিস্থিতিতে তৈরী পোশাক শিল্পে এইচআইভি/এইডস্ প্রতিরোধের জন্য জীবন দক্ষতা শিক্ষা একটি কার্যকর ও যথাযথ পদক্ষেপ হতে পারে। এ লক্ষ্যেই তৈরী পোশাক শিল্প শ্রমিকদের জন্য এইচআইভি/এইডস্ বিষয়ক জীবন দক্ষতা শিক্ষার কর্মক্ষেত্র নীতি তৈরী করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছেঃ

- এইচআইভি/এইডস্ বিষয়ে তৈরী পোশাক শিল্পের জনগোষ্ঠীকে জানানো;
- ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ থেকে পোশাক শিল্প কর্মীদের বাধা প্রদান, যা এইচআইভি/এইডস্ এর বিস্তার রোধে এবং ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিরুৎসাহিত করে সুন্দর পরিবেশ গড়ে তুলবে;
- জীবন দক্ষতা শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে এইচআইভি/এইডস্ প্রতিরোধে তাদের কাজে ক্ষমতায়ন করা এবং তাদেরকে এইচআইভি/এইডস্ শিক্ষা, উপদেশ প্রদান এবং আচরণিক পরিবর্তন যোগাযোগে সহজে প্রবেশে সাহায্য করা;

- আক্রান্ত ব্যক্তিবর্গ এবং যে সকল ব্যক্তি ঝুঁকিতে রয়েছে তাদের সাথে বৈষম্য এবং তাদেরকে বর্জনে বাধা প্রদান করা;
- তৈরী পোশাক শিল্প ক্ষেত্রের সাথে স্বাস্থ্যকর্মী, কল্যাণ অফিসার এবং সামাজিক কর্মীগণের যোগাযোগ বৃদ্ধি করা;
- বহুমাত্রিক সহযোগিতার জন্য বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে একটি স্থায়ী মঞ্চ প্রস্তুত করা যেমন: বাংলাদেশ সরকার, বিজিএমইএ, তৈরী পোশাক শিল্প কর্মী, সুশীল সমাজ, এনজিও এবং আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

২.১ এইচআইভি/এইডস্ প্রতিরোধ ঃ প্রধান উপাদানসমূহ

বিভিন্ন গোষ্ঠী যেমন- সরকার, বিজিএমইএ, কারখানাসমূহ, গণমাধ্যম, এনজিও ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সমন্বয়ে এই নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে তৈরী পোশাক শিল্পে এইচআইভি/এইডস্ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে সাফল্য আসতে পারে। নিরপেক্ষভাবে সমস্যার স্তরভেদে নীতি বাস্তবায়নের উপাদান এবং কার্যকর কর্মসূচী নিম্নলিখিত উপায়ে করা যেতে পারেঃ

- মানবাধিকার প্রবর্তন, একে সুরক্ষা এবং এর মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখা এবং কিছু পদক্ষেপ নেয়া যাতে বৈষম্য এবং অপবাদ দূরীভূত করা যায়;
- সরকারের উচিত সমাজের সকল ক্ষেত্রের সাথে যেমন ঃ বিজিএমইএ, কারখানাসমূহ, জনশক্তি, এনজিও, আস্থাপূর্ণ প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা ক্ষেত্র, গণমাধ্যম, ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক নেতৃত্বের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা;
- এইচআইভি/এইডস্ ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদেরকে এর সাথে সম্পৃক্ত করেতে তাঁদের পরামর্শ নেয়া, যাতে এটি প্রতিরোধ কৌশল নিরূপনকল্পে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর এইচআইভি/এইডস্ নীতির পর্যালোচনা, বিন্যাস, বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়ন করা যায়;
- এইচআইভি/এইডস্ প্রতিরোধে সাংস্কৃতিক আদর্শ এবং বিশ্বাস একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে;
- লিঙ্গ বৈষম্য দূর করে মহিলা ও কিশোরীদের উপর সহিংসতা রোধ করা;
- এইচআইভি'র কারণ ও তা প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে জানা ও সচেতনতা বৃদ্ধি;
- এইচআইভি/এইডস্ প্রতিরোধে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য- এ দুটির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করা ;
- কারখানা ভিত্তিক প্রতিরোধ এবং সচেতনতা কার্যক্রম সমর্থন করা;
- পর্যাপ্ত অর্থনৈতিক এবং কারিগরী সম্পদের সচলতাকে এবং মানুষ ও প্রতিষ্ঠানগত সামর্থ্যকে বজায় রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
- ষ্টেকহোল্ডার এবং আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থার নিকট হতে জীবন দক্ষতা শিক্ষা, প্রতিরোধের পরামর্শ এবং সচেতনতামূলক কার্যক্রমকে বিপুলভাবে এগিয়ে নিতে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ পাওয়া নিশ্চিত করা।

২.২ সময়কাঠামো ঃ নীতি বাস্তবায়নের জন্য সময়সীমা

সামাজিকভাবে এবং বৈধ উপায়ে সমর্থনযোগ্য একটি পরিবেশের মাধ্যমে প্রকৃত জ্ঞান, জীবন দক্ষতা শিক্ষা এবং সেবা প্রদানের মাধ্যমে মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের সময়সীমার মধ্যে বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে সকল তৈরী পোশাক শিল্প কর্মী,

পুরুষ অথবা মহিলা, বয়স্ক ব্যক্তি এবং স্বাস্থ্যের বিবেচনায় সংবেদনশীল, জ্ঞাত এবং শিক্ষিত হওয়া উচিত যা এইচআইভি/এইডস্ এবং এসটিআই প্রতিরোধের সাথে সম্পর্কিত। ২০১৫ সালের শেষ দিকে প্রধান বিষয়গুলো অংকিত হতে পারে এভাবে ঃ

- বাংলাদেশের তৈরী পোশাক শিল্প কর্মীদের মাঝে সচেতনতা;
- তৈরী পোশাক শিল্প ক্ষেত্রে এইচআইভি/এইডস্ প্রতিরোধ, কর্মসূচী পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা, প্রবর্তন এবং বাস্তবায়ন;
- এইচআইভি/এইডস্/এসটিআই প্রতিরোধে মানব এবং অর্থ সম্পদ বিনিয়োগ বৃদ্ধি;
- কিছু দিন অন্তর অন্তর এইচআইভি/এইডস্ বিষয়ক কার্যক্রমের মূল্যায়ন কর্মসূচীর কার্য-পদ্ধতির উন্নয়ন এবং পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সুপারিশ প্রদান।

২.৩ এইচআইভি/এইডস্ প্রতিরোধ ঃ পরিচালনা নীতি

মানবাধিকারের উপর বিশ্বব্যাপী ঐক্যমত্যের ঘোষণানুযায়ী এ নীতি সমাজে বসবাসরত সকলের জন্য এবং বাংলাদেশ সরকারের সংবিধানের ঘোষণানুযায়ী মৌলিক মানবাধিকার, মর্যাদা এবং বৈষম্য ব্যতীত লিঙ্গ, ধর্ম, স্বাস্থ্য এবং নৃতাত্ত্বিক পরিচিতির অঙ্গীকার প্রদান করবে। এটি নিশ্চিত করতে এ নীতি নিম্নলিখিত ছয়টি পরিচালনা তত্ত্ব অভিযোজিত করেছে ঃ

☯ এ নীতি চলমান প্রক্রিয়ায় হওয়া উচিত ঃ

এইচআইভি/এইডস্ এর রূপরেখা এবং তৈরী পোশাক শিল্প কর্মীদের আচরন বিকশিত করার জন্য এ নীতি নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর পর্যালোচনা এবং সংশোধন করা উচিত। এ প্রসঙ্গে শিক্ষা, তথ্য ক্ষেত্রে প্রবেশ, সম্পৃক্ত সেবাসমূহের সামর্থ্য এবং যোগাযোগ ক্ষেত্রে প্রবেশের উপাদানসমূহ সরবরাহ করা প্রয়োজন।

☯ এ নীতি জাতীয় পরিকল্পনা কাঠামোর সাথে সমন্বয় করা উচিত ঃ

যেহেতু এইচআইভি/এইডস্ সমাজের সকল স্তরের মানুষের জন্য একটি সাধারণ আলোচ্য বিষয়, সেহেতু সরকারের বিদ্যমান নীতির সাথে এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিভিন্ন পদক্ষেপের সাথে এর সমন্বয় করা উচিত।

☯ এ নীতি লিঙ্গ স্পর্শকাতর হওয়া উচিত ঃ

এ নীতি তৈরী পোশাক শিল্প কর্মীদের সকল ক্ষেত্রসহ লিঙ্গ ভিত্তিক চিন্তাভাবনা করে করা উচিত। বিশেষ নজর দেয়া উচিত নারীদের ক্ষেত্রে কেননা নারীরা প্রথাগত ও রক্ষণশীল সমাজ হতে আগত। এ ধরণের রক্ষণশীলতা নারীদেরকে স্বাস্থ্য-সুবিধা এবং এইচআইভি/এইডস্ সম্পর্কে জ্ঞানার্জনে বাধা প্রদান করে। তারপরও এটা অত্যন্ত জরুরী যে নারীদের জন্য একটি সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরী করতে হবে যাতে করে তারা এইচআইভি/এইডস্ সম্পর্কে তথ্য, শিক্ষা, সেবা এবং যোগাযোগের উপাদানসমূহ সম্পর্কে জানতে পারে।

☯ বিভিন্ন গোষ্ঠী হতে ব্যপক সমর্থন ঃ

বিভিন্ন গোষ্ঠী যেমন ঃ বাংলাদেশ সরকার, বিজিএমইএ, কারখানা মালিকগণ, স্বাস্থ্যসেবীগণ, আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা, গণমাধ্যম, এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এইচআইভি/এইডস্ প্রতিরোধে একটি প্রকৃত চিত্র তুলে ধরতে পারবে যা এ নীতিতে বলা হয়েছে। বিভিন্ন গোষ্ঠীর মাধ্যমে সকল পদক্ষেপ এবং কর্মসূচীসমূহ সুষ্ঠুভাবে সমন্বয়ের মাধ্যমে এবং একরকম হওয়া ও হুবহু নকল রোধ করে আলোচনার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে হবে।

- **হস্তক্ষেপের স্থায়ীত্ব ঃ**

হস্তক্ষেপকালীন সময়ে মনে রাখতে হবে যে এটা যেন দীর্ঘমেয়াদী স্থায়ী হয়। যতদূর সম্ভব এ বিষয়ের হস্তক্ষেপ যেন তৈরী পোশাক শিল্প কর্মীদের এবং কারখানার বিদ্যমান কর্মসূচী, জীবন দক্ষতা এবং পদমর্যাদা তৈরীতে দৃঢ়ভাবে কাজ করে।

- **সকল স্তরের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব ঃ**

বিজিএমইএ এবং অন্যান্য গোষ্ঠী যেমন ঃ বাংলাদেশ সরকার, কারখানা মালিক এবং এনজিওসমূহ এ নীতির সফল বাস্তবায়নে তৈরী পোশাক শিল্প কর্মীদেরকে সমস্ত বিষয়ে সম্পৃক্ত করে কাজ করে যাবে। সকল

স্তরের কর্মীদেরকে, বিশেষ করে নারী কর্মীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

২.৪ এইচআইভি/এইডস্ প্রতিরোধ ঃ প্রধান হস্তক্ষেপসমূহ

এইচআইভি/এইডস্ এর এ নীতি তৈরী পোশাক শিল্প ক্ষেত্রে সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য জীবন দক্ষতা শিক্ষা একটি উপযুক্ত মাধ্যম বলে বিবেচিত হতে পারে যার মাধ্যমে একটি বহুমাত্রিক প্রতিরোধ কাঠামো প্রস্তুত করা যাবে। জীবন দক্ষতা শিক্ষা তৈরী পোশাক শিল্প কর্মীদের মাঝে যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার, এসটিআই ও এইচআইভি/এইডস্ এবং আচরণের ধনাত্মক পরিবর্তনের জন্য জ্ঞান উন্নত করতে সাহায্য করবে। জীবন দক্ষতা শিক্ষার মাধ্যমে এইচআইভি/এইডস্ প্রতিরোধের ভিত্তিপ্রস্তর হচ্ছে শিক্ষা, উপদেশ এবং আচরণিক পরিবর্তন যোগাযোগ। এ উদ্যোগ এইচআইভি শরীরে প্রবেশ এবং প্রতিরোধ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এইচআইভি/এইডস্ সম্পর্কে ভুল ধারণা হ্রাস, সংযম প্রবর্তনে, একগামিতা, নিরাপদ যৌনকর্ম এবং কনডম ব্যবহার, এইচআইভি শরীরে প্রবেশের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিপদজনক আচরণসমূহ হ্রাস এবং প্রতিরোধিক আচরণ বৃদ্ধিতে জীবন দক্ষতা শিক্ষা সাহায্য করবে।

নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ এ নীতি বাস্তবায়নে প্রধান হাতিয়ার হিসেবে কাজ করবে ঃ

- **গণমাধ্যম ঃ** গণমাধ্যম একটি বড় জনগোষ্ঠীকে টেলিভিশনে নাটক প্রদর্শন; বেতার কর্মসূচী, জনগণকে ঘোষণার মাধ্যমে; মোবাইলে এসএমএস'র মাধ্যমে, স্বল্প দৈর্ঘ্য প্রামাণ্যচিত্র এবং পোষ্টারের মাধ্যমে প্রচার করতে ভূমিকা পালন করতে পারে। এইচআইভি/এইডস্ সম্পর্কে লজ্জা হ্রাস এবং প্রতিরোধের পরিমাপকসমূহ ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান- যেমন কনডম ব্যবহার করার ক্ষেত্রে গণমাধ্যম উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। গণমাধ্যম তৈরী পোশাক শিল্প কর্মীদেরকে এইচআইভি প্রতিরোধের তথ্য এবং লজ্জা ও বৈষম্য হ্রাস বিষয়ে ভূমিকা রাখতে পারে।

- **সমসাথী শিক্ষা এবং উপদেশ ঃ** গণমাধ্যম যেখানে সামাজিক স্তরে পরিবর্তনে যথাযথভাবে বিস্তার করে যাচ্ছে সেখানে সমসাথী শিক্ষা এবং উপদেশ একক ও দলগতভাবে আচরণিক পরিবর্তনে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে কাজ করছে। তত্ত্বাবধায়ক, কল্যাণ ও কমপ্লায়েন্স অফিসারগণ যারা কারখানাতে কাজ করে তারা সমসাথী শিক্ষা ও উপদেশ প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

- **জীবন দক্ষতা শিক্ষা ঃ** যথোপোযুক্ত স্বাস্থ্য বার্তা, প্রশিক্ষণ এবং প্রবেশের জন্য অংশগ্রহণমূলক উন্নয়নের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি ও তৈরী পোশাক শিল্প ক্ষেত্রসমূহের আচরণিক পরিবর্তনের নিমিত্ত জীবন দক্ষতা শিক্ষা একটি অগ্রগতি সাধন ও দীর্ঘস্থায়ী পদ্ধতি যা বিভিন্ন যোগাযোগ মাধ্যমের দ্বারা প্রচারিত হয়। জীবন দক্ষতা শিক্ষা একজন ব্যক্তিকে তার নিজস্ব লক্ষ্য ও সামাজিক পরিবেশের প্রেক্ষিতে যৌক্তিকভাবে স্বাস্থ্য ও আচরণিক দিকসমূহ পছন্দ করতে সাহায্য করে। জীবনদক্ষতা শিক্ষার মাধ্যমে তৈরী পোশাক শিল্প কর্মীগণ তাদের ভবিষ্যৎ লক্ষ্যকে বিঘ্নিত না করে প্রতিরোধের মাধ্যমে এবং ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ পরিহার করে নিজেদেরকে ক্ষমতায়ন করতে পারে। জীবন দক্ষতা শিক্ষা শুধুমাত্র জ্ঞান আরোহনকে নিবদ্ধ করে না, এটি দক্ষতা এবং পদমর্যাদা বৃদ্ধিতেও সহায়তা করে। জীবন দক্ষতা শিক্ষা অবশেষে তৈরী পোশাক শিল্পের কর্মীদের কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি করে।

তৃতীয় অধ্যায়

৩.১ প্রাতিষ্ঠানিক হস্তক্ষেপ

এ নীতি বাস্তবায়নে বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে যেমন ঃ বাংলাদেশ সরকার, বিজিএমইএ, ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান, তৈরী পোশাক শিল্প মালিকগণ, গণমাধ্যম, এনজিও এবং আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা। তিনটি আন্তঃ সংযোগ পথের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক হস্তক্ষেপ সহজীকরণ করা যায় ঃ

- **সরকার-ব্যক্তিমালিকানাধীন অংশীদারিত্ব ঃ**

প্রতিরোধের উপায়কে সহজীকরণ করার জন্য বিজিএমইএ সরকার, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত এনজিওসমূহ ও আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থার সাথে একযোগে কাজ করা উচিত।

- **ধারাবাহিক সমর্থন ঃ**

বিজিএমইএ এইচআইভি/এইডস্ নীতিকে নিজস্ব গন্ডি এবং স্থানীয় ব্যবসা ক্ষেত্রে পরিচিত করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

- **যৌথ সামাজিক দায়িত্ব ঃ**

যৌথ সামাজিক দায়িত্ব অনুশীলনের একটি অংশ হিসেবে তৈরী পোশাক শিল্প মালিকগণ এইচআইভি/এইডস্ -এর উপর কার্যক্ষেত্র নীতি সৃষ্টির মাধ্যমে এ নীতি বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বিজিএমইএ -এর এ নীতির বাস্তবায়ন সমন্বয় করার জন্য সংশ্লিষ্ট মহলকে নির্দেশ প্রদান করা উচিত। এইচআইভি/এইডস্ -এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য স্থানীয় যৌথ জনসেবামূলক অংশগ্রহণ সচারচর দেখা যায় না, যদিও সকল কিছু সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান আছে। এ ধরণের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা উচিত।

৩.২ বাংলাদেশ সরকারের হস্তক্ষেপ ঃ

তৈরী পোশাক শিল্প ক্ষেত্রে এইচআইভি/এইডস্ প্রতিরোধে বাংলাদেশ সরকার এ নীতির সুযোগ সুবিধা প্রদানকারী হিসেবে বড় ভূমিকা পালন করছে। সরকারকে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে হস্তক্ষেপ করা উচিতঃ

- ঝুঁকির পরিমান নির্ধারণ করা, পরিকল্পনা ও এইচআইভি/এইডস্ -এর প্রথম পদক্ষেপ নির্মুল করার জন্য তৈরী পোশাক শিল্প কর্মীদের তথ্য সম্পদের উন্নয়ন, স্বল্প ব্যয়ে নির্মিত মডেল/আদর্শ বিতরণ করার লক্ষ্যে কারিগরী ও বিধিসম্মত সমর্থন প্রদান করা;
- এইচআইভি/এইডস্ কর্মসূচী প্রবর্তন করা এবং মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্য এবং স্বাস্থ্য ও এইচআইভি/এইডস্ -এর উপর জাতীয় নীতির যথাযথ ব্যবহার চারিদিকে ছড়িয়ে দেয়ার নিশ্চয়তা প্রদান করা;
- এইচআইভি/এইডস্ সম্পর্কিত বিষয়সমূহ নিয়ন্ত্রণ ও পরিকল্পনা করা যাতে এইচআইভির প্রবণতা অবলোকন করা যায়;
- তৈরী পোশাক শিল্প ক্ষেত্রে এইচআইভি সম্পর্কিত সকল উপাত্ত পর্যালোচনা এবং পরবর্তীকালে সমরূপতা এবং সমন্বিতভাবে জাতীয় এইচআইভি প্রতিরোধ এবং কর্মসূচীর পদক্ষেপ নিশ্চিত করা;
- যে সকল এনজিও'র স্থানীয় যোগাযোগ শক্তিশালী এবং যারা তৈরী পোশাক শিল্প কারখানাগুলোতে জীবন দক্ষতা শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে পরিবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে তাদেরকে সহায়তা প্রদান করা;

- বিজিএমইএ -এর সাথে অংশীদারিত্ব উন্নয়নের জন্য এনজিওগুলোকে উদ্দীপনা প্রদান করা এবং এইডস্ কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে দৃষ্টি প্রদান করা;
- দাতা সংস্থার সহযোগিতা প্রাপ্তির জন্য অনুরোধ করা, বিভিন্ন ধরণের অর্থনৈতিক উপায় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে দেখাসহ ব্যক্তিমালিকানাধীন ক্ষেত্রের ভূমিকা বৃদ্ধির জন্য পথ খুঁজে বের করা এবং ধারাবাহিক সরবরাহ শক্তিশালী করার মাধ্যমে বিদ্যমান সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করা;
- ফলপ্রসু লজিষ্টিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি নিশ্চিত করতে হবে যাতে সরকার এইচআইভি/এইডস্ -এর দুর্দশা, সম্পদের ব্যবহার, যথাসময়ে কার্যসম্পাদন এবং সর্বশেষ ব্যবহারকারীর নিকটে সম্পদ সুষ্ঠুভাবে পৌছে দেয়া। অসময়ে সিদ্ধান্ত এবং সম্পদের যথেচ্ছাচার ব্যবহারের কারণে যে ক্ষতি হয় তা কমিয়ে ফলপ্রসু ধারাবহিক সরবরাহ সীমিত সম্পদকে বিস্তৃত করতে পারে। লজিষ্টিকের উন্নয়ন করতে হলে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহকে প্রয়োজন হতে পারে।

৩.৩ বিজিএমইএ -এর হস্তক্ষেপ ঃ

তৈরী পোশাক শিল্প কর্মীগণের মাঝে এইচআইভি/এইডস্ প্রতিরোধের জন্য কর্মসূচীর পদক্ষেপ এবং বাস্তবায়ন এগিয়ে নেয়ার নিমিত্ত বিজিএমইএ -এর বাংলাদেশ সরকার, গার্মেন্টস মালিক এবং ব্যবস্থাপনা, এনজিও, গণমাধ্যম এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগির সাথে কাজ করার জন্য প্রধান ভূমিকা পালন করা উচিত। বিজিএমইএ নিম্নলিখিত উপায়ে কাজ করতে পারে ঃ

- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, বিজিএমইএ, এনজিও, গণমাধ্যম এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সমন্বয়ে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তৈরী পোশাক শিল্প ক্ষেত্রে এইচআইভি/এইডস্ প্রতিরোধের জন্য কৌশলগত নেতৃত্ব প্রদান এবং পরিচিত করার জন্য নিজেদেরকে নিয়োজিত করতে হবে;
- জীবন দক্ষতা শিক্ষা পাঠ্যক্রম উন্নয়ন, প্রশিক্ষকগণের জন্য প্রশিক্ষণ এবং এইচআইভি/এইডস্/এসটিআই প্রতিরোধ, এইচআইভি অবলোকন এবং পরিস্থিতি মূল্যায়ন করার জন্য স্বাস্থ্যখাত, শিক্ষা খাত, কারখানা মালিকগণ, এনজিও এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সমন্বয়ে একটি কারিগরী সহযোগিতা দল প্রতিষ্ঠা করতে হবে;
- এইচআইভি/এইডস্ প্রতিরোধকল্পে তৈরী পোশাক শিল্প কর্মীগণকে ক্ষমতায়ন করার নিমিত্ত গার্মেন্টস কারখানায় জীবন দক্ষতা শিক্ষা সম্পর্কিত কার্যক্রম প্রদান, অবলোকন এবং মূল্যায়ন করার জন্য বিজিএমইএ -তে একটি মনিটরিং কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে;
- সকল তৈরী পোশাক শিল্প কারখানা যেন এ নীতিপত্রে উল্লেখিত উদ্দেশ্য এবং পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়ন করে তা নিশ্চিত করা;
- এইচআইভি/এইডস্ সচেতনতা কার্যক্রমের জন্য সকল তৈরী পোশাক শিল্প কারখানা যেন সুবিধাদি প্রদান করে প্রাসঙ্গিক অবকাঠামোকে উচ্চ স্তরে উন্নীত করে মানব সম্পদকে শক্তিশালী করে তা নিশ্চিত করতে হবে। জীবন দক্ষতা শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীগণকে উদ্দীপনা পুরস্কার এবং সনদপত্র প্রদান করা এবং এইচআইভি প্রতিরোধ কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যের প্রতিবেদন এবং বিনিময় করা;
- বাংলাদেশ সরকার এবং এনজিওদের সহযোগিতায় জীবন দক্ষতা শিক্ষা পাঠ্যক্রম এবং যোগাযোগ রক্ষার জন্য উপাদান প্রদান করা;
- তৈরী পোশাক শিল্প কারখানাগুলোকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে এইচআইভি/এইডস্/এসটিআই সম্পর্কিত জীবন দক্ষতা শিক্ষা কার্যক্রমের উপর একদল মাস্টার ট্রেইনার এবং সমসাথী শিক্ষার্থী তৈরী করা;
- আন্তর্জাতিক উন্নয়ন অংশীদারদের নিকট হতে দীর্ঘস্থায়ী অনুদান এবং কারিগরী সহযোগিতা শক্তিশালী করা যাতে তৈরী পোশাক শিল্পে এইচআইভি/এইডস্ প্রতিরোধ সম্পর্কিত কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া যায়।

৩.৪ তৈরী পোশাক শিল্প কারখানার হস্তক্ষেপ

তৈরী পোশাক শিল্প কারখানাগুলো এ নীতির সঠিক বাস্তবায়নে পরিবর্তন সাধন করতে পারে। এ নীতির প্রতি কড়া আনুগত্য এইচআইভি/এইডস্ হতে কারখানাগুলো ঝুঁকি হ্রাস, যৌথ সামাজিক দায়িত্বের অগ্রগতি সাধনে সহায়তা করা এবং আন্তর্জাতিক সম্মতি এবং আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের সাথে দরকষাকষি এবং আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বন্দোবস্ত করাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মত যথাযথ কাঠামো প্রদান করবে। সর্বোচ্চ লাভের জন্য কারখানাগুলোকে নিম্নলিখিত কার্যক্রম প্রদান করা উচিত ঃ

- ব্যবস্থাপনাকে সংবেদনশীল করতে হবে যাতে এইচআইভি/এইডস্ সম্পর্কিত কার্যক্রমের জন্য প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ করা;
- মালিক এবং ব্যবস্থাপনা কর্মীগণ শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন, উৎপাদন বাড়ানো এবং এইচআইভি/এইডস্/এসটিআই -এর জন্য কারখানার বিপদাপদ এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয় হ্রাস করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকতে হবে;
- জীবন দক্ষতা শিক্ষা প্রদানের জন্য কারখানার ইউনিটসমূহ যেমন ঃ ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষক এবং শ্রমিকগণ, বিজিএমইএ দ্বারা নির্ধারিত এনজিও এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়া;
- বিজিএমইএ কর্তৃক অনুমোদিত এইচআইভি/এইডস্ -এর উপর কর্ম পরিকল্পনা নীতি অভিযোজিত করা।
- এ জাতীয় দীর্ঘ মেয়াদী স্থায়ী কার্যক্রমের জন্য কর্মীদেরকে জীবন দক্ষতা শিক্ষা প্রদানের নিমিত্ত কারখানাগুলো তাদের নিজস্ব সম্পদ তথা আর্থিক, প্রশাসনিক এবং মানব সম্পদ ব্যবহার করবে;
- প্রশিক্ষন কোর্স, চাকুরীর প্রশিক্ষণ এবং এইচআইভি/এইডস্ সহ সব ধরণের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কার্যক্রম বাস্ত বায়নের জন্য *তত্ত্বাবধানের* মাধ্যমে কর্মীদের সামর্থ্যকে শক্তিশালী করতে হবে।

৩.৫ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীদের হস্তক্ষেপ ঃ

আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের অভিজ্ঞতা এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীদের সমর্থন বাংলাদেশে এইচআইভি/এইডস্ প্রতিরোধে এবং চিকিৎসায় অত্যন্ত প্রয়োজন। সর্বোৎকৃষ্ট উপায়ে এইচআইভি/এইডস্ প্রতিরোধের জন্য কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আন্ত র্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীরা আর্থিক এবং কারিগরী সহযোগিতা বাংলাদেশ সরকার, বিজিএমইএ এবং এনজিওগুলোকে প্রদান করতে পারে।

- আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীদের তৈরী পোশাক শিল্প ক্ষেত্রে যথাযতভাবে এইচআইভি/এইডস্ প্রতিরোধ ব্যবস্থার জন্য দীর্ঘ মেয়াদী আর্থিক সমর্থন ও কারিগরী সহযোগিতা প্রদান অব্যাহত রাখা উচিত;
- বাংলাদেশে এইচআইভি/এইডস্ কার্যক্রমের দীর্ঘস্থায়িত্বের জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থা হতে কারিগরী সহযোগিতা সমৃদ্ধ সরকারী-বেসরকারী সমন্বয়ে যৌথভাবে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। অবশ্যঃ বাংলাদেশ সরকার ও বিজিএমইএ সর্বশেষ উপকারভোগীর কাছে এইচআইভি/এইডস্ কার্যক্রমকে পৌঁছে দিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে;
- দীর্ঘমেয়াদী এবং দীর্ঘস্থায়ী সহযোগিতার মাধ্যমে জীবন দক্ষতা শিক্ষা এবং আচরণিক পরিবর্তন যোগাযোগ, কারখানার সামর্থ্যতা বৃদ্ধি, এইচআইভি/এইডস্ সম্পর্কিত কার্যক্রম এবং পদক্ষেপ বাস্তবায়ন, প্রশিক্ষণ, সচেতনতা এবং সংবেদনশীলতার উপাদান প্রদান ও ব্যবস্থাপনা এবং গর্ভনিরোধের প্রয়োজনীয় সরবরাহ প্রদান করার জন্য উপাদান উন্নত করা যেতে পারে;
- বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং নৃতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীগণ দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমে বাংলাদেশের একাংশে নীতি এবং কর্মসূচীতে বৃহৎ সঙ্গতি এবং প্রাঞ্জলতা আনয়নের জন্য সংগ্রাম করা উচিত।

৩.৬ গণমাধ্যমের হস্তক্ষেপ ঃ

সম্প্রচার একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কাছাকাছি পৌঁছতে পারে বিধায় গণমাধ্যম সচেতনতা বৃদ্ধি এবং এইচআইভি/এইডস্ শিক্ষার জন্য একটি শক্তিশালী যোগাযোগ মাধ্যম। সরকার, বিজিএমইএ এবং এনজিওসমূহের রেডিও ও টেলিভিশনের মাধ্যমে কার্যক্রম সম্প্রচার করা উচিত যাতে এইচআইভি/এইডস্ -এর বিরুদ্ধে, প্রতিরোধের অগ্রগতি সাধনে সাহায্য করা এবং স্বেচ্ছাসেবা প্রদান এবং উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ যৌন আচরণ থেকে বিরত থাকার জন্য জনগণকে উৎসাহ প্রদান করে লজ্জা এবং বৈষম্যমূলক আচরণকে দূরীভূত করা উচিত।

চতুর্থ অধ্যায়

৪.১ স্বতস্ফূর্ত কর্মক্ষেত্র তৈরী ঃ

এ নীতি বাস্তবায়নের জন্য তৈরী পোশাক শিল্প কারখানাগুলোতে এইচআইভি/এইডস্ প্রতিরোধের জন্য বিজিএমইএ -এর একটি কর্মক্ষেত্র নীতি চালু করা উচিত। এই সাথে এটির সমন্বিত কর্মক্ষেত্র কার্যক্রম, প্রতিরোধ, তথ্য এবং অধিকার রক্ষার জন্য একটি ভিত্তি স্থাপন করা উচিত। নির্ধারিত অবস্থার উপর নির্ভর করে, এইচআইভি/এইডস্ কার্যক্রম স্থাপন তথা নীতি বিষয়ক বিষয়বস্তুর উপর বিস্তারিত দলিলাদি সমৃদ্ধ, বৃহৎ নীতির একটি অংশ অথবা সুরক্ষার জন্য চুক্তি, স্বাস্থ্য এবং কাজের অবস্থা ও একটি নাতিদীর্ঘ নিয়মনীতির বক্তব্য প্রদান করে থাকে।

যেহেতু এ নীতি জীবন দক্ষতা শিক্ষার উপর আলোকপাত করে তৈরী পোশাক শিল্প কর্মীদের মাঝে এইচআইভি/এইডস্ প্রতিরোধে করে একটি স্বত:স্ফূর্ত কাজের পরিবেশ তৈরী করতে সক্ষম হয় সেহেতু কর্মক্ষেত্র নীতির জন্য একটি উপযোগী সহজসাধ্য নির্দেশিকা সমৃদ্ধ জীবন দক্ষতা শিক্ষা কার্যক্রম প্রযোজন। কর্মক্ষেত্র নীতির উদ্দেশ্যের জন্য যথাপোযুক্ত স্বাস্থ্য বার্তা, প্রশিক্ষণ এবং অভিগমনের মাধ্যমে জীবন দক্ষতা শিক্ষা একজন ব্যক্তিকে এবং তৈরী পোশাক শিল্প ক্ষেত্রকে এগিয়ে নিতে ও আচরণের ব্যাপক পরিবর্তন স্থায়ী করতে একটি প্রক্রিয়া বলে বিবেচিত হয় যা বিভিন্ন যোগাযোগ সূত্রের মাধ্যমে অনুভুতি জ্ঞাপন করে।

৪.২ এইচআইভি/এইডস্ প্রতিরোধে কর্মক্ষেত্র নীতি তৈরী ঃ

বিজিএমইএ কারখানাগুলার জন্য একটি কর্মক্ষেত্র নীতি তৈরী করতে পারে যা নিম্নলিখিত উপাদানসমূহ দ্বারা আবৃত হবে ঃ

- কারখানার সাথে এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া;
- সকল কর্মীর সাথে প্রত্যাশিত আচরণ প্রতিষ্ঠা করা;
- গোপনীয়তা রক্ষা নিশ্চিত করা;
- কারখানা, ব্যবস্থাপনা, সহকর্মী এবং কর্মীদের জন্য প্রয়োজনের সমতা আনয়ন;
- কর্মক্ষেত্রে তথ্য ও সেবা এবং এইচআইভি/এইডস্ প্রতিরোধ শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠানের ভিতরের এবং বাহিরের সম্পদের তালিকা তৈরী করা;
- কিভাবে এইচআইভি/এইডস্ -এর প্রতি মনোযোগ প্রদান করবে এবং কোথায় গেলে সহযোগিতা পাবে তার জন্য সকল কর্মী এবং তাদের স্বামী/স্ত্রীদেরকে নির্দেশিকা এবং উপদেশ প্রদান করা উচিত;
- কারখানার তত্ত্বাবধায়ক এবং ম্যানেজারগণকে পরিস্কার ধারণা প্রদান করতে হবে।

এইচআইভি কর্মক্ষেত্র নীতি একপ্রস্থ নির্দেশাবলী দ্বারা গঠিত যা এইচআইভি শরীরে প্রবেশে প্রতিরোধের জন্য এবং কর্মীদের মাঝে এইচআইভি সংক্রমণের কেইস পরিচালনা বর্ণনা করে। ইতোমধ্যে এইচআইভি সম্বন্ধে যে কারখানার কর্মীগণ জ্ঞাত আছে, সে সকল কারখানার বৈশিষ্ট্যের উপর তথা সেবা, অবস্থান এবং আকৃতির উপর ভিত্তি করে এ নীতি স্পর্শকাতরতার সাথে তৈরী করতে হবে যেখানে স্বচ্ছ এবং উপযুক্ত নির্দেশাবলী প্রদান করা হবে। কর্মীদের মাঝে এ নীতি ছড়িয়ে দেয়া এবং নিয়মিত কর্মী

যোগাযোগ - দুই'ই গুরুত্বপূর্ণ। জীবন দক্ষতা শিক্ষা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনার সফল বাস্তবায়নে কর্মীগণকে এবং শ্রমিক নেতাগণকে অবশ্যই এ নীতির গুরুত্ব এবং জীবন দক্ষতা শিক্ষা কার্যক্রমের উপকরণ বুঝতে হবে। যদি সকল কর্মী এ বিষয়টি বুঝতে পারে তাহলে কারখানা সর্বোচ্চ লাভবান হবে।

৪.৩ জীবন দক্ষতা শিক্ষা এইচআইভি/এইডস্ -এর দৃশ্যকল্প পরিবর্তন করে ঃ

তৈরী পোশাক শিল্প ক্ষেত্রে এইচআইভি/এইডস্ -এর অবস্থার প্রাসঙ্গিকতা এবং বাংলাদেশ অসচেতনতা বৃদ্ধিতে জীবন দক্ষতা শিক্ষা একটি সমন্বিত কার্যক্রমের প্রয়োজনীয় উপাদান হতে পারে যা প্রতিরোধ, সেবা (চিকিৎসা, সামাজিক, মানসিক, ধর্মীয়) এবং পণ্যের (কনডম, সুঁচ এবং সিরিঞ্জ) দ্বারা গঠিত। একজন ব্যক্তি এবং কারখানার সমগ্র ব্যক্তিগণ তাদের ঝুঁকি হ্রাস এবং আচরণের পরিবর্তন করার পূর্বে তাদের সকলকে প্রথমে এইচআইভি এবং এইডস্ সম্পর্কে প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে অবশ্যই বুঝতে হবে, প্রতিরোধের জন্য মনোভাবের উন্নয়ন করতে হবে এবং যথাযথ পণ্য ও সেবা পেতে হবে। কর্মীগণকে তাদের পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে হবে যাতে তারা তাদের আচরণিক পরিবর্তন অথবা নিরাপদ আচরণ বজায় এবং যথাযথ সেবা ও সমর্থন পেতে পারে।

এ লক্ষ্যে উপযুক্ত জীবন দক্ষতা শিক্ষা কার্যক্রমের লক্ষ্য থাকা উচিত ঃ

- বিভিন্ন যোগাযোগ যেমন ঃ রেডিও ও টিভি মাধ্যম, পোষ্টার, লিফলেট, সমসাথী আলোচনা, ফোকাস দল আলোচনার মাধ্যমের দ্বারা এইচআইভি/এইডস্ এবং এসটিআই এর প্রকৃত বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি;
- এইচআইভি -এর জন্য দায়ী বিষয়গুলো সম্পর্কে উদ্দিপিত আলোচনা করা;
- প্রয়োজনীয় মনোভাব পরিবর্তনে সহায়তা করা যাতে এইচআইভি সংক্রমণের ব্যক্তিগত ঝুঁকিসমূহ উপলব্ধি করে এবং কমপ্লায়েন্স এবং তত্ত্বাবধায়ক ও কল্যাণ ও স্বাস্থ্য সেবা কর্মীগণের একাংশ এ কাজে নিজেকে নিবেদিত করে;
- লজ্জা ও বৈষম্য হ্রাস;
- তথ্য ও সেবার চাহিদা তৈরী;
- প্রতিরোধ, সতর্কতা ও সহযোগিতা প্রাপ্তির জন্য সহায়তা সেবা প্রদান;
- দক্ষতা এবং আত্ন-ফলপ্রসুতার জ্ঞান বৃদ্ধি।

জীবন দক্ষতা শিক্ষার উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করা যাবে যে সব মাধ্যমে ঃ

- বিজিএমইএ কর্তৃক অনুমোদিত জীবন দক্ষতা শিক্ষার উপর প্রশিক্ষণ সামগ্রী পরিচিত করার মাধ্যমে যা আন্তর্জাতিক মান, এইচআইভি/এইডস্/এসটিআই প্রতিরোধের উপর প্রশিক্ষণ কাঠামো উন্নয়ন এবং এইচআইভি/এইডস্ অবলোকন ও মূল্যায়নের উপর ফ্যাক্ট শীট প্রদান করবে;
- কারখানা দ্বারা তৈরীকৃত প্রশিক্ষণসূচী প্রস্তুত করা যাতে স্বাভাবিক উৎপাদন এবং বিতরণ ব্যবস্থা বাধাগ্রস্ত না হয়;
- উৎপাদন মৌসুম এবং সময় বিবেচনা করে কাজ চলাকালীন সময়ে অথবা কাজ শেষ হওয়ার পর অথবা বিরতিকালীন সময়ে ফ্যাক্টরী সীমানার মধ্যে প্রতি সপ্তাহে তৈরী পোশাক শিল্প কর্মীদেরকে জীবন দক্ষতা শিক্ষা প্রদান করা যেতে পারে;

- জীবন দক্ষতা শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীগণকে সনদপত্র প্রদান করা। যদি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম কর্মকালীন সময়ে অথবা প্রতিদিন বিরতির সময়ে প্রদান করা না হয় তাহলে তাদের বিভিন্ন উদ্দীপনা পুরস্কার প্রদান করা এবং এইচআইভি/এইডস্ -এর উপর বিভিন্ন উপাত্ত বিজিএমইএকে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর প্রদান করা।

বিজিএমইএ তার অংশীদারদের সাথে নিয়ে সমন্বিতভাবে জীবন দক্ষতা শিক্ষাকে প্রতিরোধের প্রচেষ্টার দ্বারা আরও জনপ্রিয় করে তুলতে পারে। এটা বিজিএমইএ এর তত্ত্বাবধানে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় আন্ত:এজেন্সী দ্বারা গঠিত হওয়া উচিত। জীবন দক্ষতা শিক্ষা দ্বারা দৃঢ় প্রতিরোধের মাধ্যমে তৈরী পোশাক শিল্প ক্ষেত্রকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে পারে।

উপরিল্লিখিত বিষয় জ্ঞানের আলোকে প্রধান কার্যক্রমগুলো হচ্ছে ঃ

- **জীবন দক্ষতা শিক্ষা প্রস্তুত ও বাস্তবায়নের কাঠামো উন্নয়ন ঃ**

প্রতিরোধবার্তা পোশাক শিল্প কর্মীদেরকে স্বচ্ছভাবে জানিয়ে দেয়ার জন্য, জীবন দক্ষতা শিক্ষা কাঠামো দক্ষতার সাথে তৈরী করা, একটি কর্মক্ষেত্র নীতি এবং বহুমুখী বাস্তবায়ন কাঠামো প্রস্তুত করা প্রয়োজন।

- **সঠিক বিষয়বস্তু এবং উপাদানের উন্নয়ন ঃ**

এ নীতির সফল বাস্তবায়নে আচরণিক পরিবর্তন যোগাযোগের জন্য বিষয়বস্তু, পাঠ্যক্রম এবং উপকরণের যথাযথ উন্নয়ন সাধন একান্ত জরুরী। বার্তা ছড়িয়ে দেয়া এবং এইচআইভি/এইডস্/এসটিআই সম্পর্কিত জীবন দক্ষতা শিক্ষা একক হস্ত ক্ষেপে হচ্ছে বলে মনে করার প্রয়োজন নেই। এটি যথাসম্ভব সমন্বিতভাবে বিদ্যমান বিভিন্ন তথ্য এবং যোগাযোগ প্রচারাভিযানের মাধ্যমে সাধন করা উচিত।

- **কার্যক্রমসমূহের সমন্বয় সাধন ঃ**

অধিকতর ভাল এবং উত্তম ফলাফল নিশ্চিত করার জন্য সরকারী নীতি ও অগ্রাধিকার, এনজিওদের পদক্ষেপ এবং সামর্থ্য; জিএফএটিএম -এর প্রকল্প এবং বিজিএমইএ -এর অঙ্গীকারসমূহের সমন্বয় কার্যক্রম সম্পাদন করা প্রয়োজন।

‰Zix ‡cvkvK wkí kªwgK‡`i Rb¨ Kg©‡¶‡Î
Rxeb `¶Zv wk¶v t cwiPvjbv wb‡`©wkKv

তৈরি পোষাক খাতে বিদ্যমান এইচআইভি/এইডস্ এর প্রেক্ষাপট এবং বাংলাদেশে এর বিস্তার ও ব্যাপকতা রোধে জীবন দক্ষতা শিক্ষা এইচআইভি/এইডস্ বিস্তারের ঝুঁকি কমাতে খুবই প্রয়োজনীয় পন্থা। ব্যাপক কর্মসূচীর মাধ্যমে জীবন দক্ষতা শিক্ষার প্রসার ঘটানো যায়, মধ্যে থাকবে প্রতিরোধ, সেবা এবং উপকরণ (কনডম, সূঁচ, সিরিঞ্জ প্রভৃতি)। কর্মস্থলে জীবন দক্ষতা শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যক্তিজীবন এবং সমগ্র শিল্পাঙ্গনের ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ পরিবর্তনে সারা জাগানো, এইচআইভি/এইডস্ বিষয়ক প্রাথমিক জ্ঞান বিতরণ করা, প্রতিরোধের জন্য আচরণের পরিবর্তন করা, দক্ষতার সমন্বয় ঘটানো এবং সঠিক উপকরণ ও সেবার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা। কার্যকরী জীবন দক্ষতা শিক্ষার লক্ষ্যসমূহ হচ্ছে ঃ

- বিভিন্ন ধরণের যোগাযোগ উপকরণ যেমন- শ্রবণ এবং দর্শন উপকরণ, যোগাযোগ এবং শিক্ষামূলক উপকরণ এবং উম্মুক্ত দলীয় আলোচনার মাধ্যমে এইচআইভি/এইডস্ এবং এসটিআই বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান বৃদ্ধি করা;
- এইচআইভি সংক্রমনের ব্যক্তিগত ঝুঁকি এবং কর্মীদের প্রতি কমপ্লায়েনস ও তত্ত্বাবধায়ক কর্মকর্তা এবং কল্যাণ ও স্বাস্থ্যসেবা কর্মীর অবিবেচনামূলক আচরণ -এ বিষয়ে তাদের আচরণ পরিবর্তনে সহায়তা করা;
- হয়রানী ও বৈষম্য হ্রাস করা;
- প্রতিরোধ, পরিচর্যা ও সমর্থন -এর সেবা বৃদ্ধি করা; এবং
- দক্ষতা এবং ব্যক্তিগত উৎপাদনশীলতার মনোভাবের উন্নতি করা।

তৈরি পোষাক শিল্প কারখানার কর্মীদের জন্য জীবনদক্ষতা শিক্ষা প্রসারে দিক নির্দেশনা বাস্তবায়ন নির্ভর করবে বিজিএমইএ, তাদের অংশীদার ও তৈরি পোষাক শিল্প কারখানার পৃষ্ঠপোষদের উপর। বাস্তবায়নের ফলে সকল ষ্টেকহোল্ডারের অংশগ্রহণ জীবন দক্ষতা শিক্ষা দক্ষ ও কার্যকরভাবে প্রসারে নিম্নের ফ্লোচার্টটি আদর্শ পদ্ধতি হতে পারে ঃ

ফ্লোচার্ট ঃ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সহজতর করার দিক নির্দেশনা পদ্ধতি

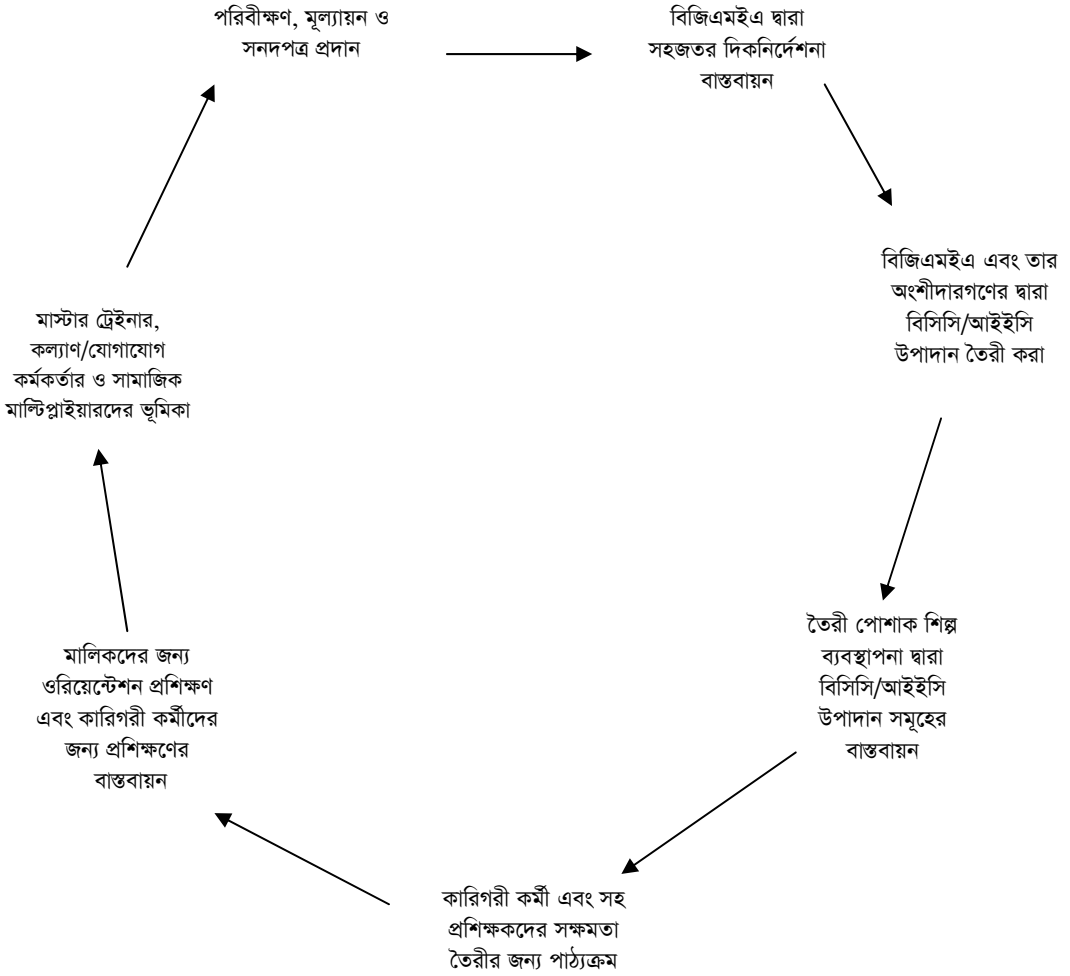

এ ক্ষেত্রে বহুমূখী দিক গ্রহণ এবং ব্যাপকভিত্তিক সাড়া খুবই প্রয়োজন। জীবন দক্ষতা শিক্ষা সহজতর করার কৌশল তিনটি প্রধান উপাদানের বাস্তবায়ন করা উচিত ঃ

উপাদান - ১ ঃ শিক্ষামূলক এবং যোগাযোগ উপকরণ

১. (তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ (আইইসি) এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রে আচরণ পরিবর্তন (বিসিসি) উপকরণ) সমসাথী আলোচনার জন্য বিভিন্ন ধরণের যোগাযোগের উপকরণ যেমন - শ্রবণ ও দর্শন যন্ত্র, পোষ্টার, চিত্র/নকশা, ফ্লিপ চার্ট, লিফলেট, শিক্ষাক্রম এবং উম্মুক্ত দলীয় আলোচনার জন্য বিভিন্ন মড্যুউল তৈরি করা। এক্ষেত্রে বিজিএমইএ তাদের কারখানার মাষ্টার ট্রেইনার/সুপারভাইজার/ কমপ্লায়েন্স বা কল্যাণ অফিসার এবং শ্রমিকদের সহযোগীতায় এ ধরণের উপকরণ এবং বার্তা তৈরি করবে। এ প্রক্রিয়া ব্যবহার, মাধ্যম ও ভাষার ক্ষেত্রে বাস্তবধর্মী বার্তা তৈরিতে সাহায্য করবে যা তৈরি পোষাকে শ্রমিকদের বোধগম্য এবং গ্রহণযোগ্য হবে।

১.১ **আইইসি / বিসিসি উপকরণের উন্নয়ন ঃ** বিজিএমইএ শ্রমিকদের প্রয়োজন এবং আগ্রহের উপর ভিত্তি করে পারস্পরিক ক্রিয়াশীল, শিখন কেন্দ্র ধরণের সহযোগী শিক্ষা কর্মসূচী শ্রবন-দর্শন উপাদান এবং শিক্ষাক্রম ভিত্তিক উপাদান উন্নয়ন করতে পারে। এখানে অবশ্যই পুরুষ এবং মহিলা শ্রমিকদের ভিন্ন ধরণের প্রয়োজনকে বিবেচনায় রাখতে হবে।

বিজিএমইএ এবং শ্রমিকগণের সহায়তায় উপকরণ বিষয়ের একদল বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠিত করা এবং যোগাযোগ প্রতিষ্ঠান এর নকশা ও খসড়া তৈরি করা যেতে পারে।

১.২ **আইইসি / বিসিসি উপকরণের বাস্তবায়ন ঃ** আইইসি / বিসিসি উপাদান বাস্তবায়নে বহুমুখী যোগাযোগ মাধ্যম যেমন - নাটক, টিভি, রেডিও, ঝুঁকিপূর্ণ কর্মক্ষেত্রের কর্মীদের ক্ষেত্রে সমাজ নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন ব্যক্তি, ধর্মীয় ও সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এবং স্বাস্থ্য/সমাজকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে। ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ পরিবর্তনে সমসাথী শিক্ষা কর্মসূচী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং কার্যকরী কৌশল। এক্ষেত্রে এইচআইভি/এইডস্ এর তথ্য ও ছবিযুক্ত জীবন দক্ষতা শিক্ষাক্রমের উন্নয়ন করা খুবই প্রয়োজন।

উপাদান - ২ ঃ কলাকুশলীবৃন্দের প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি

২. মালিক, মধ্য স্তরের ব্যবস্থাপনা, মাষ্টার ট্রেইনার, কল্যাণ ও কমপ্লায়েন্স অফিসারবৃন্দের প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি ঃ তৈরী পোশাক শিল্প শ্রমিকবৃন্দের দক্ষতা বৃদ্ধিতে মূল ভূমিকা পালন করবেন কারখানা মালিক, উর্ধ্বতন এবং মধ্যম পর্যায়ের ব্যবস্থাপকগণ, মাস্টার ট্রেইনার, ওয়েলফেয়ার/কমপ্লায়েন্স অফিসারগণ। এইচআইভি/এইডস্ বিষয়ক তথ্য ও এ বিষয় উপলব্ধির জন্য মালিক পক্ষকে ওরিয়েন্টেশন ট্রেইনিং এবং লক্ষ্যভুক্ত জনগণকে জীবন দক্ষতা শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন। শিল্পকারখানা ও শ্রমিকদের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নে মালিকপক্ষ, উধর্বতন ও মধ্যম পর্যায়ের ব্যবস্থাপক, মাষ্টার ট্রেইনার, ওয়েলফেয়ার/কমপ্লায়েন্স অফিসারগণ উৎসাহিত করতে পারেন। বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ এবং কর্মশালা ও সেশন কারখানা মালিক ও বর্ণিত কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দকে আইইসি / বিসিসি বিষয়ক বিভিন্ন ধরণের উপাদান ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্যের সহায়তায় প্রস্তুত করে।

২.১ প্রশিক্ষণ এবং সক্ষমতা তৈরি বিষয়ক কর্মকান্ডের বাস্তবায়ন ঃ বিজিএমইএ প্রশিক্ষণ এবং সক্ষমতা তৈরি বিষয়ক কর্মকান্ড গ্রহণ করতে পারে। বিজিএমইএ -এর উচিত মাস্টার ট্রেইনার, ওয়েলফেয়ার/কমপ্লায়েন্স অফিসারগণের কোন্ ধরণের দক্ষতা এবং গুণাবলীর প্রয়োজন তার মানদন্ডের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া এবং তা ওয়েলফেয়ার/কমপ্লায়েন্স অফিসারগণ তাদের নির্বাচিত অন্যান্য সহপ্রশিক্ষকদেরকে এ বিষয়ে জ্ঞান দান করবেন। ওয়েলফেয়ার/কমপ্লায়েন্স অফিসারগণের উচিত হবে সবসময় নিম্নবর্ণিত কর্মকান্ডকে চালিয়া যাওয়া -

- গহ প্রশিক্ষক এবং শ্রমিকদের মধ্যে এইচআইভি/এইডস্ বিষয়ক সংলাপ চালিয়ে যেতে উৎসাহ প্রদান করা;
- চলচ্চিত্র/ভিডিও ও নাটক উপস্থাপন এবং অন্যান্য পাঠ্যক্রমের সুবিধা নিশ্চিত করা;
- সহ প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ;
- শ্রমিকদের প্রত্যেকের সঙ্গে এক বার হলেও কথা বলা নিশ্চিত করা;
- লিফলেট, ফ্লিপ চার্ট, কৌতুক, বিভিন্ন ধরণের পুস্তিকা/বুকলেট সরবরাহ নিশ্চিত করা;
- পরামর্শ প্রদান, সমর্থন ও সেবার জন্য পাঠানো ।

২.২ **মাষ্টার ট্রেইনার ঃ** মাষ্টার ট্রেইনারের দায়িত্ব হচ্ছে জীবন দক্ষতা শিক্ষার চাহিদায় উৎসাহ প্রদান করা সহায়ক কর্মীদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান সরবরাহ করা এবং কর্মীদের চাহিদা নিরূপণ করা। মাষ্টার-ট্রেইনারগণ নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ কর্মকান্ড চালিয়ে যাবেন। মাষ্টার ট্রেইনারগণ জীবন দক্ষতা শিক্ষা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্যাকেজ এমনভাবে সাজাবেন যা শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় অতি সাম্প্রতিক তথ্য প্রদান করবে এবং যোগাযোগের কৌশল রপ্ত করতে সহায়তা করবে।

২.৩ **সমসাথী শিক্ষা এবং সমসাথী শিক্ষার্থী ঃ** পিয়ার এডুকেশন বাস্তব-ভিত্তিক হবে, যা মানুষের শুধুমাত্র জানার মাধ্যমে মনোভাব ও ঝুঁকিপূণ আচরণ পরিবর্তন করবে না, তাদের ঘনিষ্ট বিশ্বস্ত সাথীদের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা ও কাজের দ্বারা পরিচালিত হবে। পিয়ার এডুকেটরগণ অন্যান্য শ্রমিকদের সঙ্গে এমনভাবে যোগাযোগ করবে যা তাদের ব্যবস্থাপনা, কমপ্লায়েন্স/ওয়ালফেয়ার অফিসারদের মতো হবে না এবং এর পরিবর্তনের জন্য রোল মডেল হিসাবে কাজ করবে। বাংলাদেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক বাস্তবতায় যে সমস্ত শ্রমিক একসঙ্গে কাজ করে পিয়ার এডুকেটর নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাদের বয়স সমান বা

সামান্য একটু বেশী হওয়া উচিত। পিয়ার এডুকেটরগণ যখন যৌনসম্পর্কিত এবং এইচআইভি/এইডস্ বিষয়ক আলোচনা করবে তা কার্যকর এবং বিশ্বাসযোগ্যভাবে যোগাযোগ রক্ষা করবে যাতে উৎসুক দর্শকদের সামনে সাবলিলভাবে তথ্য বিতরণ করবে এবং সঠিক ভাষা/পরি ভাষা ব্যবহার ছাড়াও আকার ইঙ্গিতে কথা বলবে যাতে তার সঙ্গীরা স্বাচ্ছ্যন্দ বোধ করে।

উপাদান - ৩ ঃ সময়সীমা ও মূল্যায়ন

৩. সময় নির্ধারণ ও স্থান ঃ জীবনদক্ষতা শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও সফলতা মূল্যায়নের জন্য ব্যবস্থাপনা পরিষদ ও সহায়ক কর্মীদের মধ্যে সময় কাঠামোভিত্তিক নিয়মিত আলোচনা প্রয়োজন। তৈরি পোষাক শ্রমিকদের প্রত্যেক সপ্তাহে জীবন দক্ষতা শিক্ষা বিষয়ক জ্ঞান দেয়ার জন্য কারখানা ব্যবস্থাপকদের উৎপাদন ঋতু ও সময়ের উপর নির্ভর করে কাজের সময়ের মধ্যে বা পরে অথবা অফ-পিক সময়ে কারখানা সংলগ্ন জায়গার বরাদ্দ রাখা করা প্রয়োজন।

৩.১ মূল্যায়ন ঃ বিজিএমইএ সহায়ক কর্মীদের এইচআইভি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন তথ্যপত্র সরবরাহ করে জীবনদক্ষতা শিক্ষার অগ্রগতি ও কার্যকারীতা মূল্যায়ন করবে এবং শ্রমিকদের প্রয়োজন সম্পর্কে জানবে।

৩.২ সনদপত্র প্রদান ঃ জীবন দক্ষতা শিক্ষা কর্মসূচীতে অন্যান্য শ্রমিকদের অংশগ্রহণে উৎসাহ প্রদানের জন্য অংশগ্রহণকারীদেরকে সনদ প্রদান করা যেতে পারে।

কর্মক্ষেত্র নীতির বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তুতকৃত মেট্রিক্স

উপাদান	কার্যক্রম	মাধ্যম	ফলাফল	পর্যবেক্ষণ
জীবন দক্ষতা শিক্ষার কর্মক্ষেত্র নীতি	কর্মক্ষেত্র নীতি গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন	বিজিএমইএ	যে সকল জনসাধারণকে লক্ষ্য করে এ প্রক্রিয়া বাস্তবায়িত হবে, বিজিএমইএ তা গ্রহণ এবং সহজীকরণ করবে	কর্মক্ষেত্র নীতি বাস্তবায়নের জন্য যে সকল উপাদানের প্রয়োজন, বিজিএমইএ -এর তৈরী পোশাক শিল্প কারখানার মাষ্টার ট্রেইনার তত্ত্বাবধায়ক/কমপ্লায়েন্স অথবা কল্যাণ অফিসার এবং কর্মীদের সহায়তায় সে সব উপাদানের উন্নয়ন করা উচিত।
উপাদান - ১ ঃ শিক্ষা ও যোগাযোগ				
বিভিন্ন যোগাযোগ উপাদান যেমন : অডিও ভিডিও যন্ত্রপাতি, পোষ্টার, নকশা, ফ্লিপ চার্ট, কৌতুক, লিফলেট, সমসাথী আলোচনার জন্য পাঠ্যক্রম এবং ফোকাস গ্রুপ আলোচনা	প্রক্ষেপণ এবং তৈরী পোশাক শিল্প কর্মী	তৈরী পোশাক শিল্প কারখানা ব্যবস্থাপনা, মাস্টার ট্রেইনার, কমপ্লায়েন্স/কল্যাণ অফিসার, সমসাথী শিক্ষার্থী	তৈরী পোশাক শিল্প কারখানায় জীবন দক্ষতা শিক্ষা কার্যক্রম	একদল দক্ষ ব্যক্তি তৈরী করা যেতে পারে এবং যোগাযোগ প্রতিষ্ঠান বিজিএমইএ এবং কর্মক্ষেত্রের কর্মীদের সহায়তায় এসকল উপাদান প্রস্তুত এবং খসড়া করতে পারে।
উপাদান - ২ ঃ কারিগরী কর্মীদের প্রশিক্ষণ এবং সামর্থ্য বৃদ্ধি				
জীবন দক্ষতা শিক্ষা পাঠ্যক্রম এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কারিগরী কর্মীদের সামর্থ্যতা বৃদ্ধি	প্রশিক্ষণ ও ধারাবাহিক কর্মশালা এবং প্রাকটিস ক্লাস	বিজিএমইএ, মাস্টার ট্রেইনার, কারিগরী কর্মী, সমসাথী শিক্ষার্থী	সংলাপের জন্য উৎসাহ প্রদান; অডিও-ভিডিও উপস্থাপনা এবং অন্যান্য পাঠ্যক্রম প্রদান করা; সমসাথী শিক্ষার্থীদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন; যোগাযোগের উপাদান তৈরীকরণ; উপদেশ, সমর্থন এবং সেবার অনুমোদন প্রদান করা।	বিজিএমইএ -কে প্রশিক্ষণ এবং তার সামর্থ্য বৃদ্ধি করার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। মাস্টার ট্রেইনার, কল্যাণ/কমপ্লায়েন্স কর্মকর্তাগণ যাদের মধ্যে দক্ষতা এবং গুণ বিদ্যমান তাদের জন্য মান-নির্ণায়ক নির্ধারণ করতে হবে এবং কল্যাণ/কমপ্লায়েন্স কর্মকর্তাগণ সমসাথী শিক্ষার্থীদের জন্য অন্যান্যদেরকে মনোনিত করবে।

উপাদান	কার্যক্রম	মাধ্যম	ফলাফল	পর্যবেক্ষণ
মাষ্টর ট্রেইনারদের জন্য প্রশিক্ষণ প্যাকেজ	কর্মশালা, প্রশিক্ষণ ক্লাস, ম্যানুয়াল প্রকাশনা	বিজিএমইএ	জীবন দক্ষতা শিক্ষার চাহিদাকে উৎসাহিত করতে হবে। কারিগরী কর্মীদের অধিকতর জ্ঞান প্রদান, যে সকল কাজের ফলাফল লাভ করা যায় তা প্রদান এবং কর্মীদের কি কি প্রয়োজন তা বিচার করা।	মাস্টার ট্রেইনারদের জন্য জীবন দক্ষতা শিক্ষার উপর প্রশিক্ষণ কর্মসূচী তাদের নিজেদেরকে সাম্প্রতিক যোগাযোগের কৌশলের সাথে সম্পৃক্ত করে শ্রমিকদের প্রয়োজন মেটাতে প্রস্তুত করবে।
উপাদান - ৩ ঃ সময়সীমা ও মূল্যায়ন				
সময়সীমা	ক্যালেন্ডার	তৈরী পোশাক শিল্প কারখানা ব্যবস্থাপনা	জীবন দক্ষতা শিক্ষা কর্মসূচী দক্ষতা এবং নিয়মিতকরণ	জীবন দক্ষতা শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য ব্যবস্থাপনা এবং কারিগরী কর্মীদের মধ্যে পর্যায়ক্রমিক আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে এবং জীবন দক্ষতা শিক্ষা কার্যক্রমকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য অবলোকন এবং মূল্যায়ন করার জন্য পর্যালোচনা করতে হবে।
মূল্যায়ন	এইচআইভি অবলোকন এবং মূল্যায়ন -এর উপর ফ্যাক্ট শিট	তৈরী পোশাক শিল্প কারখানার কারিগরী কর্মী	অগ্রসরের মূল্যায়ন এবং জীবন দক্ষতা শিক্ষা কর্মসূচী যথার্থতা এবং তৈরী পোশাক শিল্প কারখানার কমীদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব	বিজিএমইএ একটি নির্ধারিত ফ্যাক্ট শিট প্রদান করবে যা পূরণপূর্বক বিজিএমইএ -কে ফেরত দিবে।